JUL 09 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সন্ত্রাসীদের হাতে তেজগাঁও কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান সদস্যরা অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তেজগাঁও কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান এমপিসহ কমিটির সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রাখে। কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপালের ভাড়াটে এসব সন্ত্রাসীরা ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সদস্যের একটি প্রাইভেট কার ভাঙচুর করে। তারা বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলীও ছোঁড়ে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ গতকাল (সোমবার) রাত ১১টায় এমপিসহ সদস্যদের উদ্ধার করে। কিন্তু সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

আওয়ামী লীগ সরিষাবাড়ী থানা শাখার সহ-সভাপতি এবং তেজগাঁও কলেজের বিতর্কিত

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

তেজগাঁও কলেজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রিন্সিপাল আবদুর রশিদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা তদন্তে সরকারী একটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গতকাল (সোমবার) বিকাল ৫টায় তেজগাঁও কলেজে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা তৃতীয় দিনের মত শুরু হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও কমিটির ৫ জন সদস্য এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনদিন ধরেই কমিটি আলোচনা করেছে। কমিটি প্রিন্সিপালের অপসারণের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ আশংকায় প্রিন্সিপাল রশিদ তার সাড়ে ৩ বছর ধরে কলেজে ঢুকানো ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কতিপয় চিহ্নিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থানের সুযোগ করে দেন। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা বৈঠক শেষে রাত ১০টায় সভা শেষ হয়। সভায় প্রিন্সিপাল আবদুর রশিদকে সাসপেন্ড এবং সরকারের একজন সচিবকে প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাশেষে বের হওয়ার সময় কলেজের সভাকক্ষেই আটকে রাখা হয় তাদের। এরই মধ্যে প্রিন্সিপালের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা কলেজ গেটে রক্ষিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক জনাব আসদুল্লাহর প্রাইভেট কারটি ভাঙচুর করে। সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছুঁড়ে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। খবর পেয়ে রাত সোয়া ১০টার দিকে তেজগাঁও জোনের এসি ও থানার ওসি ঘটনাস্থলে যান। রাত ১১টার দিকে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা অবরোধ মুক্ত হয়ে চলে যান। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।